বেজে যাক পাঞ্চজন্য শঙ্খ

অমল কর

এই নাও শাপলাফোটা তরল স্বচ্ছ জল
পঙ্ক দেব না কোনো; প্রদাহ দেব না কখনো
এই নাও প্রবল প্রবাহ, নাও সব অপার
নিয়ে নাও ফাঁকামাঠ সবুজ হইহই সারো খেলাধুলো
খুলে রাখছি শরীরের আগল, খুলে দিচ্ছি হৃদয় আমার
সব আলো জ্বেলে দেব, পরম্পরা নাও যদি
দিচ্ছি নিজেকে নিংড়ে, চোখে কোনো রাখব না নদী
এই নাও দোল-খাওয়া সমুদ্র, নিয়ে নাও অনন্ত নির্ঝর
শব্দকে দাও প্রাণ এই নাও শাশ্বত অক্ষর
এই নাও অরণ্যের অনাবিল উচ্ছল উচ্ছ্বাস
নিয়ে নাও পৃথিবী আমার, নিয়ে যাও সুনীল আকাশ

প্রজাপতিদিনে রামধনু নিয়ে রাঙাও দিগন্ত
বেজে বেজে যাক উদাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ

মর্মস্পর্শী একাকিত্ব

বিষণ্ণতা আর মনখারাপির ঘরে
কেন বসে আছো অন্ধকারে জানালা ধরে
জ্বালাওনি কেন এখনো সান্ধ্য - আলো

অনেক দুঃখের মতো বিছানো তোমার নিরুপায়
সর্বত্র ছড়ানো তুষের আগুনের মতো মনের আগুন
এঘরে ওঘরে কতশত তার উজ্জ্বল মুখচ্ছবি

একাকিত্ব মর্মস্পর্শী, বারবার স্মৃতি ছুঁয়ে থাকে
প্রথানুগ চলার পথ ছেড়ে একটু মোচড়ে
ডাইনে - বামে হাঁটো খানিক ব্যতিক্রমী

দিন যদিবা পার হয়ে যায় দিনের মতো
থমকে থাকা মেঘের মতো রাত থেমে যায়
উদাসী জোনাকি বাঁশবনে ওড়ে যায় কাঁপাকাঁপা ডানায়

রোজইতো জীবন থেমে যাওয়ার থাকে ভয়
মৃত্যুকে পেরোতে পেরোতেই জীবন খুঁজতে হয়।

ভালোবাসার ছোঁয়ায়

যাবে? বৈরাগ্যে? সব ছেড়ে?
যাও তবে।
যাওয়া মানে ঠাঁই নেড়ে
ফিরে ফিরে আসা।

ফুল ঝরে যায় সময়ান্তরে
কৃষ্ণচূড়া-দিন এল
ছয়লাপ হয় ফুলে ফুলে।
স্নিগ্ধ জলের ছোঁয়ায় ফের অঙ্কুরিত হবে।

নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে আকাশের নীলে উড়ে যাবে?
দিনান্তে একান্তে ঠিক ফিরিয়ে আনবে ক্লান্ত ডানা।

মেঘ হয়ে ভেসে যাবে দুরান্তরে?
বৃষ্টির অনুষঙ্গে শ্রাবণে ঠিক আসবে ফিরে।

ঢেউ হয়ে হারাবে অনন্ত সাগরে?
ঢেউ-এ ঢেউ-এ ফিরতে হবে পাড়ে।

অন্ধকার ঝরে গেলে ঠিক ভোর হাসে
যাত্রা করে শেষ ট্রেনও স্টেশনে ফিরে আসে।

নিজের কাছ থেকে যতই পালাবে
ভালোবাসার ছোঁয়ায় ঠিক ফিরতে হবে।

সৃষ্টিসন্ধান